BL College Journal Volume -1, Issue-1, 2019
pp 7-11

ধর্মব্যবসায়ের স্বরূপসন্ধান : প্রসঙ্গ লালসালু

শরীফ আতিক-উজ-জামান
অধ্যাপক, ইংরেজি, উপাধ্যক্ষ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ই-মেইল : sharifatiquzzaman@yahoo.co.uk

সারসংক্ষেপ

ধর্মকে পুঁজি করে প্রবঞ্চকের বেসাতি ও চর্চিত ধর্মাচরণের অন্তরালে মূঢ়জনের কাছে আধ্যাত্মিক পুরুষের ভয়মিশ্রিত স্বীকৃতি অর্জনকারী ভক্তের স্বরূপ উন্মোচনের প্রয়াসই 'লালসালু' উপন্যাসের মূল উপজীব্য–এমন সরল ব্যাখ্যার বিপ্রতীপে শ্রমবিমুখ শিক্ষায় শিক্ষিত, দরিদ্র, অসহায় এক গ্রাম্য যুবকের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সমাজে প্রচলিত মাজার-সংস্কৃতিকে অবলম্বন এবং নৈতিকতার নিরিখে অসমর্থনযোগ্য শঠতার আশ্রয় গ্রহণ, যা স্বতঃপ্রণোদিত হলেও একটি অপসংস্কৃতির ধারক হওয়ায় সে যতটা না শঠ তার চেয়েও বেশি পরগাছা এমন ঋজু যুক্তির গ্রহণযোগ্য একটি ব্যাখ্যাও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। 'লালসালু' উপন্যাসে ধর্মীয় ভণ্ডামি উন্মোচনের প্রয়াসটিকে মুখ্য মনে করলেও বলা চলে মজিদ একটি সিস্টেমের ফসল। আমাদের সমাজ জীবনে ধর্মীয় আচারের আড়ালে যে অধর্ম লুকিয়ে আছে তার শিকড় প্রোথিত দেশের আমজনতার মনোজমিনে। মজিদের মতো লোকদের সৃষ্টি ও উত্থান হয় সেই জমিনেই, তাদের উদার প্রশ্রয়ে। তাই তার প্রবঞ্চকের আচরণ আমাদের ঘৃণা কুড়ালেও একজন দুঃখদীর্ণ সাধারণ মানুষ হিসাবে মজিদ আমাদের ক্ষমার মানবিক স্পর্শ থেকে একেবারে বঞ্চিত হয় না। সে শঠ-প্রবঞ্চক তা যেমন সত্য, আবার এও সত্য যে সে সমাজের স্কন্ধে চেপে বসা আধুনিক শিক্ষাবঞ্চিত এক মূঢ়জন।

মূল শব্দ : ধর্ম, ভণ্ডামি, ব্যবসায়, মাজার

১. ভূমিকা

মজিদ আসলে কে? কী তার পরিচয়? পিতা-মাতা-কুল-ঠিকুজি জানা না গেলেও যেটুকু তার সম্পর্কে জানা যায় তা হলো, এদেশের আর দশটি গাঁয়ের মতো খরায় পোড়া শস্যহীন এক গাঁয়ে তার জন্ম। সেখানে এক মক্তবে সে এলেম নিয়েছে কিন্তু 'খোদার এলেমে বুক ভরেনা তলায় পেট শূন্য বলে'[১] তাই তাকে ছুটতে হয় গারো পাহাড় এলাকায় জীবিকার সন্ধানে, কিন্তু সেখানেও খুব একটা সুবিধা করতে না পেরে সে মহব্বতনগরে আসে। কিন্তু তারতো কোনো সম্বল নেই দুই পাতা আমসিপারা পড়া বিদ্যা ছাড়া, তাই নিয়েই তাকে জীবিকার সন্ধানে নামতে হয়। সেই কারণেই তাকে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। মোদাচ্ছের পীর নামে কেউ ও গাঁয়ে না থাকলেও অশিক্ষিত ধর্মভীরু মানুষদের তা বিশ্বাস করাতে তার বিন্দুমাত্র বেগ পেতে হয়

না, কারণ ধর্মের চেয়ে ধর্মের ভীতি বড় যা মানুষের সব যৌক্তিকবোধ, চিন্তার প্রখরতা ও দৃষ্টির স্বচ্ছতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। চতুর মজিদ যখন মোদাচ্ছের পীরকে অবহেলা করেছে বলে মহব্বতনগর গাঁয়ের মানুষকে গালাগাল করতে থাকে তখন গাঁয়ের মাতবর পয়সাওয়ালা খালেক ব্যাপারি, বয়োজ্যেষ্ঠ সোলায়মানের বাপও চুপ করে থাকে, কোনো প্রতিবাদ করে না। কারণ মৃতপীরের অলৌকিক ক্ষমতায় পরিপূর্ণ আস্থাশীল এই মানুষগুলো মজিদের চতুরতার খোঁজ করার পরিবর্তে পীরের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনহেতু নিজেদের অমঙ্গল আশংকায় সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর এই দুর্বলতা ও মূঢ়তাই হয়ে যায় মজিদের পুঁজি। তাই মোদাচ্ছের পীরের (?) কবরকে ঘিরে তার মাজার-ব্যবসা ফাঁদতে মোটেও অসুবিধা হয় না। সব মানুষেরই টিকে থাকার জন্য আর্থিক সমর্থন প্রয়োজন। মজিদও নিঃসন্দেহে তার ব্যতিক্রম নয়।

২. উদ্দেশ্য

প্রচলিত ধর্মচর্চার আড়ালে অধর্ম লুকিয়ে আছে এবং এই দেশের প্রান্তিক জনপদ থেকে শুরু করে শহরেও অচেনা আধ্যাত্মিক পুরুষদের অলৌকিক ক্ষমতার ওপর ভয়মিশ্রিত যে বিশ্বাস তার শিকড় অশিক্ষা-কুশিক্ষা ও বিজ্ঞানবিমুখতার মাঝে নিহিত। পীরের মুরিদ বা মাজারের ভক্ত হওয়া ইসলামের মৌলিক চেতনার সাথে সাংঘর্ষিক। দুর্বলচিত্তের মানুষ জীবিত বা মৃত পীরকে আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম মনে করে যে ভক্তি ও সেলামি প্রদান করে তাতে তাদের কোনো উপকার না হলেও ভণ্ড মুরিদের ব্যবসায় ফুলেফেঁপে ওঠে। পরগাছা যেমন অন্য গাছের পুষ্টিতে বেঁচে থাকে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মজিদরাও সমাজের স্কন্ধে চেপে বসে থাকে পরগাছার মতো। সীমিত পরিসরের এই গবেষণাপত্রে পীরতন্ত্র ও মাজার সংস্কৃতির সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটির ওপর আলো ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

৩. সাহিত্যিক প্রকাশনা

'লালসালু' উপন্যাস নিয়ে সমালোচনা বা গবেষণাধর্মী রচনা খুব অপ্রতুল নয়। বেশ কিছু প্রকাশনাতে মাজার ব্যবসায়ের ভণ্ডামির দিকটি উঠে এসেছে। Tree Without Roots নামে এই গ্রন্থের একটি ইংরেজি সংস্করণ আছে। প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ও কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মধুমিতা চক্রবর্তী ইংরেজিতে তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। তানভীর মোকাম্মেল উপন্যাসের এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেইসব উদ্ধৃতির কিছু কিছু এই লেখনীতে ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. পদ্ধতি

বর্ণনাত্মক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

৫. বিশ্লেষণ

'লালসালু'র মজিদ যে শিক্ষা নিয়ে বেড়ে উঠেছে তা একটি শ্রমবিমুখ শিক্ষা। শুধু ইমামতি আর মোয়াজ্জিনের কাজ করে বিনাশ্রমেই সে জীবন নির্বাহ করতে চায়। এই শ্রমবিমুখতাকে ধর্মীয় আচার-আচরণ সমর্থন জুগিয়ে চলে। তাই মাজার খোলার সাথে সাথে বিনাশ্রমে মজিদের জীবনব্যয় নির্বাহের পথটিও উন্মুক্ত হয়ে যায়। ঔপন্যাসিকের বর্ণনা এ ক্ষেত্রে যথার্থ,

'এ-গ্রাম সে-গ্রাম থেকে লোকেরা আসতে লাগল। তাদের মর্মন্তুদ কান্না, অশ্রুসজল কৃতজ্ঞতা, আশার কথা, ব্যর্থতার কথা সালুতে আবৃত মাছের পিঠের মত অজ্ঞাত ব্যক্তির সেই কবরের কোলে ব্যক্ত হতে লাগল দিনের পর দিন। তার সঙ্গে পয়সা–ঝকঝকে পয়সা, ঘষা পয়সা, সিকি-দুয়ানি-আধুলি, সাচ্চা টাকা, নকল টাকা ছড়াছড়ি যেতে লাগলো।'[২]

এ প্রসঙ্গে একজন প্রাবন্ধিক যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

'যথারীতি মজিদের জীবন স্থিতির শিকড় গাড়ল। মধ্যস্বত্বভোগী মজিদ মহব্বতনগরের গ্রামবাসীদের জীবনের পাশে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য অস্তিত্বে ভাস্বর হয়ে উঠল। শ্রমজীবী কৃষকের জীবনের মাঝে মজিদের শ্রমহীন জীবনের উৎসমুখ খুলে গেল।'[৩]

মহব্বতনগরে গড়ে উঠল তার নিজস্ব উপনিবেশ, আর লাভ করল আধ্যাত্মিক পুরুষের সম্মান। গাঁয়ের মানুষের কাছে সে রহস্যময় পুরুষ যা তাদের অজ্ঞতাজনিত সম্মোহন, জ্ঞানহীনের বিস্ময়বিমূঢ়তা। তবে মজিদ সচেতনভাবেই এই কাজ করতে যাচ্ছে। তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার পরিষ্কার ধারণা আছে। তার লক্ষ সে চেনে। খোদার ক্ষমার ওপর তার অগাধ আস্থা তাকে অতিসহজে এই পথে আসতে সাহস যুগিয়েছে, কারণ 'খোদার বান্দা সে, নির্বোধ ও জীবনের জন্য অন্ধ। তার ভুলভ্রান্তি তিনি মাফ করে দেবেন। তার করুণা অপার, সীমাহীন।'[৪] নিজেকে যতই নির্বোধ ভেবে সান্ত্বনা খুঁজে নিক মজিদ, খুব নির্বোধ সে নয়, বরং বেশ চতুর ও ধুরন্ধর। মাজার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়ে গাঁয়ের মানুষের ওপর তার একটা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা পেয়ে যাচ্ছে। স্বভাবগতভাবে মানুষ কর্তৃত্ব করতে পছন্দ করে। আর এই ক্ষমতা যদি সে সহজে পেয়ে যায় তবে তা হাতছাড়া করতে বেদনাবোধ করে।

একসময় তার চাহিদা সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠে। আর্থিক থেকে শারীরিক সবকিছুই তার প্রাপ্য বলে ভাবতে শেখে। অর্থের সাথে সাথে নিজের অবচেতনে একাধিক নারীর প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে। এ প্রসঙ্গে ড. মধুমিতা চক্রবর্তীর মন্তব্য :

In the name of religious belief, Majid has tried to grab whatever he needs. From financial assurance, he once upon a time proceeds satiate his subconscious desire also. As a result, Rahima comes in his house as his wife but after some years he feels that the single wife is not enough for him. He begins to visualize the physical features of Hasunir Ma who helps Rahima in her household chores or of the wife of Byapari. As a consequence we get the arrival of Jamila as Majid's second wife.[৫]

মজিদের এই ক্ষমতার উৎস ধর্ম নয় মোটেও, একটি নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা যাকে ধর্মের মোড়ক দেওয়া হচ্ছে। এই অজ্ঞতাই মজিদকে ক্ষমতার কেন্দ্রে স্থাপন করে। অশিক্ষিত মন অন্ধকারে ঢাকা, সেখানেই বাসা বাঁধে সব কুসংস্কার আর বিশ্বাস। এ প্রসঙ্গে মোস্তফা তরিকুল আহসানের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'লালসালু কাপড়ের অন্তরালে মোদাচ্ছের পীরের লাশ ঢাকা পড়ে আছে কিনা আমরা জানিনা, এতটুকু জানি ঐ সালুকাপড়ে আমাদের সব বোধ, বিশ্বাস ও দৃষ্টির প্রাখর্যও ঢাকা পড়ে আছে।'[৬] তাই মজিদ দুটি বয়স্ক লোকের (পিতা-পুত্র) একত্রে খতনা করেও কোনো প্রতিবাদের মুখোমুখি হয়না, বরং সকলের কাছে এই কাজের যৌক্তিকতা ও ঔচিত্য নিয়ে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয়না, তাহের-কাদেরের বৃদ্ধ পিতা

তারই আদেশে মেয়ের কাছে মাফ চায় তারপর ক্ষোভে-দুঃখে হারিয়ে যায়, শিক্ষিত আক্কাস আলীর স্কুল খোলার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়, বদলে গড়ে ওঠে মসজিদ, তার মুখের কথায় খালেক ব্যাপারি স্ত্রী তালাকে দ্বিরুক্তি করেনা। মজিদের এইসকল ক্ষমতা অর্জিত নয়–অর্পিত। গ্রামের মানুষেরা রহস্যময় পুরুষের স্বীকৃতি দিয়ে মজিদের সকল খবরদারি মেনে নিয়েছে। এই নীরব বশ্যতা স্বীকারের মূল কারণ ওই মাজারটি যা তাদের দুর্বলতার প্রতীক। মজিদ নিজেও মনে করে 'মাজারটি তার শক্তির মূল'। কিন্তু কোন্ শক্তি? না, কোনো আধ্যাত্মিক শক্তি নয়। মজিদ যতই ভাবুক তার শক্তি উপর থেকে আসে, আসলে তা আসে গাঁয়ের আমজনতার মূঢ়তা থেকে। আর তাই মাঝে মাঝেই মজিদ তাদের আচরণের নানা 'ত্রুটি' ধরিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে চায় তারা 'জাহেল, বেএলেম, আনপাড়হ্।' কঠোর অনুশাসন জীবনের উচ্ছ্বাস, আনন্দ ও স্বাভাবিক স্রোতকে বাঁধাগ্রস্ত করে। গাঁয়ের লোকরা ধান কাটার সময় যখন গান গায় তখন তা মজিদের ভালো লাগেনা। 'কিসের এত গান, এত আনন্দ?' বলে সে তাদের উচ্ছলতাকে থামিয়ে দেয়। তানভীর মোকাম্মেল যথার্থ বলেন, 'নিজের পরগাছা শ্রেণি অবস্থানের কারণেই কোনো হাসি-গান মজিদের ভালো লাগেনা।'[৭] কেননা মজিদ কোনভাবেই তার কর্তৃত্বের রজ্জুটিকে শিথিল হতে দিতে চায়না। '...ঝালরওয়ালা সালুকাপড়ে আবৃত মাজারটিকে তাদের হাসি আর গীত অবজ্ঞা করছে যেন।'[৮] স্পষ্টতঃ তাদের প্রাণপ্রাচুর্য তার কর্তৃত্বের প্রতি তাচ্ছিল্য বলে সে মনে করছে।

মজিদ তার একচেটিয়া ব্যবসা, কর্তৃত্ব ও শ্রমহীন জীবন নিয়ে সর্বদা চিন্তিত থাকে। কারণ পীরতন্ত্র একচ্ছত্র নয়। সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। মহব্বতনগরের কেউ কেউ যখন আওয়ালপুরের পীরের কাছে যায় তখন মজিদ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কৌশলে সে তার অনুসারীদের উস্কে দেয়, তারাও জেহাদী জোশে আওয়ালপুরের পীরের সভায় হামলা করে। এই হামলা সম্পূর্ণ পেশাগত প্রতিহিংসা। হামলায় তার লোকেরাই মার খায় বেশি। তবে তার লাভ হয় মহব্বতনগর গাঁয়ের লোকেরা আর ওমুখো হয়না। বিষয়টি আরো নিশ্চিত করতে সে কৌশলে খালেক ব্যাপারির প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করে, সন্তান কামনায় যে মহিলা আওয়ালপুরের পীরের পড়া পানি পান করতে চেয়েছিল।

তবে মজিদ যতই দাপুটে হোক, তার দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের দিকটিও লেখক উন্মোচিত করেছেন সবরকম মানবিক গুণাবলি দিয়েই। সে যে এই কাজ করছে অসহায় হয়ে তা লুকানো থাকেনা। কারণ 'গারো পাহাড়ের শ্রমক্লান্ত হাড়-বের-করা দিনের কথা স্মরণ হলে সে শিউরে ওঠে।'[৯] এমনকি কার কবরে লালসালু চাপিয়ে সে ব্যবসা করছে একসময় তা ভেবেও শংকিত হয়ে পড়ে :

'কার কবর এটা? যদিও মজিদের সমৃদ্ধির যশমান ও আর্থিক সচ্ছলতার মূল কারণ এই কবরই, কিন্তু সে জানেনা কে চিরশায়িত এর তলে। যে কবরের পাশে আজ তার একযুগ ধরে বসবাস এবং যে কবরের সত্তা সম্পর্কে সে প্রায় অচেতন হয়ে উঠেছিল, সে কবরই ভীত করে তোলে তার মনকে।'[১০]

৬. উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে মজিদের মাজার-ব্যবসা আমাদের সমাজ সৃষ্ট একটি অপসংস্কৃতি। মজিদ এর স্রষ্টা নয়, সে এর ধারক। সঠিক ধর্মচেতনা, যুক্তিবাদী মন ও বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবই সমাজে এই অপসংস্কৃতির স্থান করে দিয়েছে। মৃতের অলৌকিক ক্ষমতায় নিঃসন্দিহান, অতিপ্রাকৃত কোনো ক্ষমতার প্রতি আনুগত্য মানুষের মনে

এক ধরনের ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। মজিদের মতো চতুর মানুষেরা তা ব্যবহার করে নিজেদের শ্রমহীন, অলস ও আয়েশি জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করতে। মাজার-ব্যবসা প্রকৃতপক্ষে কোনো ধর্মীয় আচার বা রীতি নয়, অবশ্য-পালনীয় তো নয়ই। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার মধ্যেই এর কারণ অনুসন্ধান করতে হবে। মজিদকে তাই কটুকাটব্য করতে মন সায় দেয় না, তাকে পরগাছা হিসেবে দেখা যুক্তিযুক্ত মনে হয়। আলোকিত মন, যুক্তিবাদী চেতনা ও বিজ্ঞানমনস্কতাই পারে এই অনাচার ও প্রতারণার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে। যদি প্রতারণার ক্ষেত্র তৈরি বন্ধ হয় তবে সমাজে মজিদদের সৃষ্টিও আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র :

১. উপন্যাস সমগ্র, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-৪
২. প্রাগুক্ত-পৃষ্ঠা-৭
৩. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লালসালু, আবুল কাসেম, দীপঙ্কর, ৪র্থ বর্ষ, বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৯৬/এপ্রিল-মে ১৯৮৯, সম্পাদনা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৪৫
৪. উপন্যাস সমগ্র, পৃষ্ঠা-৭
৫. Dr. Madhumita Chakrabarty, Representation of the Village through Religion and Society: A Study of Lalsalu (Tree Without Roots) by Syed Waliullah, IJTSRD, Volume 2 Issue 4, May-June 2018, page - 771
৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর উপন্যাস : মর্বিড চেতনার আড়ালে, মোস্তফা তরিকুল আহসান, অমৃতলোক, ১৪০৩, কলকাতা, পৃষ্ঠা-৫৭
৭. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্য জিজ্ঞাসা, তানভীর মোকাম্মেল, আগামী, ঢাকা, ২০০০, পৃষ্ঠা-২৬
৮. উপন্যাস সমগ্র, পৃষ্ঠা-৯
৯. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৭
১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৪৮